সংবাদ

তারিখ 27 JAN 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

কর্মচারীদের আন্দোলনে স্থবির রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম

জেলা বার্তা পরিবেশক, রংপুর

যোগ্য কর্মকর্তাদের আপগ্রেডেশন প্রমোশন দ্রুত বাস্তবায়ন, পুলিশি মামলায় হয়রানির শিকার কর্মকর্তাদের বেতনভাতা প্রদান করে চাকরি স্থায়ীকরণ এবং বেতন স্থগিত কর্মকর্তাদের স্বপদে বহাল রেখে বেতন চালু করার দাবিতে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ৩ দিন ধরে উপাচার্যকে সর্বাত্মক অসযোগিতা কর্মসূচি পালন করে আসছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডসহ সব কর্মকাণ্ড পুরোপুরি স্থবির হয়ে পড়েছে। এদিকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চলমান অসহযোগ আন্দোলনে গতকাল সকাল ১০টায় উপাচার্যের বাসভবনে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কাউন্সিলের ১৮তম সভায় অংশগ্রহণ করেননি সভার সদস্য সচিব ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারসহ **কর্মচারীদের : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২**

কর্মচারীদের : আন্দোলনে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

আমন্ত্রিত চার বিশেষজ্ঞের একজনও। ফলে কর্মকর্তাদের তিন দফা আর কর্মচারীদের ৫ দফা দাবিতে জটিল হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ। অসহযোগ আন্দোলনে উপাচার্যের গাড়িচালক পর্যন্ত গাড়ি না চালানোয় গত বুধবার উপাচার্য অধ্যাপক ড. নুর উন নবী ভাড়া করা ভ্যানগাড়িতে প্রশাসনিক ভবনে এসে অফিস করেছেন। এমনকি অফিসে উপাচার্যকে চা-নাস্তা দেয়ার মতো কেউ নেই। জানা যায়, বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮তম একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান আন্দোলনের কারণে সদস্য সচিব ইবরাহীম কবীর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহাম্মদ হাসান বাবু, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. একিউএম মাহবুব, অধ্যাপক ড. বাকী খলীলীর কেউ সভায় অংশ নেননি। একাডেমিক কাউন্সিলের সভাটি উপাচার্যের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অসহযোগিতার কারণে কোণঠাসা উপাচার্য শেষ পর্যন্ত তা নিজ বাসভবনে সম্পন্ন করেন। এদিকে বিশেষজ্ঞদের কেউই সভায় অংশগ্রহণ না করায় একাডেমিক কাউন্সিল অকার্যকর হয়েছে বলে জানান একাধিক শিক্ষক ও কর্মকর্তা। এই সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বৈধতা পাবে না বলে জানান শিক্ষকগণ। সভায় অংশগ্রহণ না করার বিষয়ে সভার সদস্য সচিব ও বেরোবি রেজিস্ট্রার ইবরাহীম কবীর বলেন, কর্মকর্তারা যেসব দাবি উত্থাপন করেছেন সেগুলো যৌক্তিক। একজন সিনিয়র কর্মকর্তা হিসেবে আমি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের নির্দেশনার ফলে আমি একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় অংশ নেইনি।

উল্লেখ্য, গত ২৩ জানুয়ারি থেকে কর্মকর্তারা যোগ্য কর্মকর্তাদের আপগ্রেডেশন প্রমোশন দ্রুত বাস্তবায়ন, পুলিশি মামলায় হয়রানির শিকার কর্মকর্তাদের বেতনভাতাদি প্রদান করে চাকরি স্থায়ীকরণ এবং বেতন স্থগিত কর্মকর্তাদের স্বপদে বহাল রেখে বেতন চালু করার দাবিতে উপাচার্যকে সর্বাত্মক অসযোগিতা কর্মসূচি ঘোষণা দেয়। এর ঠিক পরদিন ২৪ জানুয়ারি কর্মচারী ইউনিয়ন কর্মচারীদের রকেয়া বেতন পরিশোধকরণ, আপগ্রেডেশন প্রমোশন বোর্ড গঠন, নিরাপত্তায় নিয়োজিত কর্মচারীদের ওভারটাইম চালু এবং পুরাতন কর্মচারীদের চাকরি স্থায়ী না হওয়া পর্যন্ত নতুন করে বাইরে থেকে লোক নিয়োগ বন্ধকরণের দাবিতে একই কর্মসূচি দেয়। যার ফলে ক্রমান্বয়ে অস্থিতিশীল হয়ে পড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ।

এদিকে আগামী ২৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য সিন্ডিকেট সভার আগে কর্মকর্তাদের দাবি না মানা হলে চলমান আন্দোলন উপাচার্যের ব্যক্তিপর্যায়ে আরও কঠোর হবে বলে জানান অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সামছুল ইসলাম। কঠোরতার মাত্রা কেমন হবে- জানতে চাইলে তিনি বলেন, প্রয়োজনে উপাচার্যের গাড়ির তেল ও খাবারের বিল বন্ধ রাখা হবে।

সার্বিক বিষয়ে জানতে উপাচার্যের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'আমি একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় আছি। অন্য কোন বিষয়ে কথা বলতে পারব না।'